প্রয়াত
জীবনাবসান বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদারের
২

সংবাদ প্রতিদিন

ছুটি
যে জীবন গ্যাংস্টারের। ব্রাত্য বসুর সাক্ষাৎকার
৬

sangbadpratidin.in
epratidin.in
১৩ মাঘ ১৪৩০
৬.০০ টাকা
*
কলকাতা সংস্করণ
রবিবার | ২৮ জানুয়ারি ২০২৪
ভিতরে ছুটি সঙ্গে রোববার ম্যাগাজিন
পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ১২°/২৩° সর্বাধিক
১০ পাতা

এক ঝলক

আপ বিধায়কদের দর ২৫ কোটি!

■ নয়াদিল্লি : দিল্লিতে ফের 'অপারেশন লোটাস' চালানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-এর প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেন, তাঁর সরকারকে ফেলার জন্য তাঁর দলের সাত বিধায়ককে ২৫ কোটি টাকা করে দেওয়ার টোপ দিয়েছে বিজেপি। কেজরি তাঁর এক্স হ্যান্ডলেই এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। কেজরির অভিযোগের পরই শোরগোল দেশের রাজনীতিতে।

নরেন্দ্রপুরে স্কুলে তাণ্ডব, কড়া ব্রাত্য

■ কলকাতা : এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে নরেন্দ্রপুরের একটি স্কুলে ঢুকে কিছু লোকের তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত শিক্ষক স্কুলে না এলেও শনিবার স্থানীয় কিছু মানুষ স্কুলে ঢুকে অন্যান্য শিক্ষকদের উপর হামলা চালায়। ঘটনার দ্রুত রিপোর্ট চেয়েছেন ব্রাত্য। আক্রমণকারীদের ছাড়া হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

লালু-রাবড়িকে কোর্টের সমন

■ পাটনা : বিহারের চরম রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে আরজেডি নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু যাদব এবং তাঁর পত্নী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়িদেবী এবং তাঁদের কন্যা হিমা যাদবকে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি একইসঙ্গে দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠানো হল। শনিবারই জমির বিনিময়ে চাকরির দুর্নীতি মামলায় লালু-রাবড়ি ও তাঁদের দুই কন্যার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছে।

বুধ থেকে ফের বৃষ্টি কিছু জেলায়

■ কলকাতা : ফের পরিবর্তন আসতে চলেছে রাজ্যের আবহাওয়ায়। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের কারণে বুধবার থেকেই রাজ্যের কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে আপাতত শীতের আমেজ থাকবে বলে খবর।

মেডিক্যাল ভর্তি মামলায় হাই কোর্টের বিচার প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ, সব পক্ষকে নোটিস

সুপ্রিম কোর্টে শুরু বিচারপতিদের বিচার

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : মেডিক্যালে ভর্তি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্ত-সহ গোটা বিচার প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। মামলাকারী, রাজ্য, সিবিআই-সহ সব পক্ষকে নোটিস জারি করেছে শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ সোমবারের শুনানির আগে স্থগিত থাকবে কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল ও ডিভিশন বেঞ্চের বিচার প্রক্রিয়া এবং তদন্ত।

কলকাতা হাই কোর্টের দুই বিচারপতির বেনজির সংঘাতে শুক্রবারই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেয় শীর্ষ আদালত। পাঁচ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বিশেষ বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু। হাই কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে এই 'অবাঞ্ছিত' ঘটনাকে কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে সুপ্রিম কোর্ট, তা পরিষ্কার হয়ে যায় দুটি ঘটনায়। এক, দ্রুততার সঙ্গে ছুটির দিনেও সকাল সকাল বেঞ্চ গঠন করে শোনা হল মামলা। দুই, ব্যক্তিগত কাজে এদিন দিল্লিতে ছিলেন না বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি সূর্য কান্ত। আদালত সূত্রের খবর, আগেই তা জানতেন প্রধান বিচারপতি। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তাঁর মতো সিনিয়র বিচারপতিকে বাইরে রাখতে চাননি প্রধান বিচারপতি। তাই চণ্ডীগড় থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে যোগ দেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। এর জন্য আদালতে এসে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন প্রধান বিচারপতি-সহ তিন বিচারপতি।

এদিন শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের দুই বেঞ্চের যাবতীয় প্রক্রিয়াতেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হল। এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে যায়, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে সিবিআই তদন্তও। নিজেদের বক্তব্য জানাতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলাকারী ঈশিতা সোরেন ও রাজ্য সরকারকে নোটিস জারি করা হয়। আদালত জানায়, চাইলে আবেদনকারীও মামলায় পার্টি হতে পারেন। এই সময় রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অমান্য করার যে রায় সিঙ্গল বেঞ্চ দিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্য যে সিঙ্গল বেঞ্চ অর্থাৎ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্পেশাল লিভ পিটিশন জমা দিচ্ছে, সেই কথাও জানান। এই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে অনুরোধ করেন, বারবার অহেতুক এই মামলায় অভিষেককে টেনে এনেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও আদালতে নিজেদের বক্তব্য জানাতে চান। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের কোনও নথি ছাড়া কীভাবে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি তিনি আদালতে জানান, ফাঁসি বা উচ্ছেদের মতো কোনও জরুরি বিষয়ে ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অমান্য করতেই পারে সিঙ্গল বেঞ্চ। তবে এক্ষেত্রে তেমন কোনও প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও কীভাবে সিঙ্গল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অমান্য করতে পারে? তাঁর বক্তব্য, "দুই বেঞ্চের কারও বিরোধিতা করা হচ্ছে না। তবে কলকাতা হাই কোর্টে সাম্প্রতিক সময়ে যা হচ্ছে, তা নিয়ে আমরা লিখিত বক্তব্য জানাতে চাই।" আদালত রাজি হলে তিনি আরও জানান, দু ঘণ্টার মধ্যেই সেই নোট জমা দেওয়া হবে আদালতে। কপিল সিবাল জানান, এখনও পর্যন্ত কোন কোন মামলা কী কী নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ, তারও বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়া হবে।

এই বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "সোমবার ফের শুনানি— কলকাতা হই কোর্টে যে নজিরবিহীন দৃশ্য দেখেছি, সেটা বিচারব্যবস্থার প্রতি উদ্বেগজনক। মানুষ বিচারব্যবস্থার উপর ভরসা রাখেন। আমরাও সম্মান করি, আস্থা রাখি। কিন্তু সেখানে যে ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে আজ সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কারণ এটা আইনের বিষয়। তবে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আর কয়েক মাস দায়িত্বে আছেন।

নয়ের পাতায়

কাল শুনানি সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে

প্রধান বিচারপতি **ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়** | বিচারপতি **সঞ্জীব খান্না** | বিচারপতি **বি আর গাভাই** | বিচারপতি **সূর্য কান্ত** | বিচারপতি **অনিরুদ্ধ বোস**

ভাগ্য নির্ধারণ হাই কোর্টের তিন বিচারপতির

বিচারপতি **অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়** | বিচারপতি **সৌমেন সেন** | বিচারপতি **অমৃতা সিনহা**

■ শনিবার সন্ধ্যায় জমজমাট কলকাতা বইমেলা। —সায়ন্তন ঘোষ

উত্তরবঙ্গে মমতা, চাপে কংগ্রেস

নরম সুরে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি খাড়গের

স্টাফ রিপোর্টার : লোকসভা ভোট ঘোষণার আগে সরকারি পরিষেবা তুলে দিতে আজ কোচবিহার থেকে শুরু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তাহভর জেলা সফর। আজ, রবিবার বিকেলেই হাসিমারা হয়ে মমতা পৌঁছে যাবেন কোচবিহারে। সোমবার সেখানে কর্মসূচি সেরেই ফিরে আসবেন শিলিগুড়ি। বিকেলে সেখানে পাট্টা বিলি কর্মসূচি। এর পর দুই দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় পরপর একই ধরনের কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রীর। দিনে দুটি করে মিটিং। অর্থাৎ খুবই ব্যস্ততা এবং ধকল যাবে মুখ্যমন্ত্রীর।

এদিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আবার এনডিএ-তে ফিরে যাচ্ছেন। কেজরিওয়াল পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে 'না' বলে দিয়েছেন। অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন ১১টার বেশি আসন তিনি কংগ্রেসকে উত্তরপ্রদেশে দেবেন না। এই পরিস্থিতিতে জানা গিয়েছে, প্রবল চাপের মুখে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতে মরিয়া কংগ্রেস। যেভাবেই হোক জোট করতে চাপের মুখে হাইকমান্ড। অধীর চৌধুরিদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। এর পরই অবশ্য ডেরেক ও' ব্রায়েনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন অধীর।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মমতার এই সফরের সময়েই আজ জলপাইগুড়ি থেকে তাঁর যাত্রা শুরু করছেন রাহুল গান্ধী। বিকেলে কর্মসূচি রয়েছে শিলিগুড়িতে। সৌজন্যের স্বার্থে মমতা জানিয়েছেন, যে কেউ চা খেতে তাঁর সঙ্গে আসতেই পারেন। কিন্তু বাস্তবে মমতা-রাহুলের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ মমতা আজ কোচবিহার পৌঁছে যাবেন। আর রাহুল চলে আসবেন শিলিগুড়িতে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রবল চাপের মুখে কংগ্রেস হাইকমান্ড চাইছে রাহুল যেভাবেই হোক মমতার সঙ্গে দেখা করুন। স্বাভাবিকভাবে এখন পরিস্থিতির উপর নজর রাজনৈতিক মহলের।

জোটে আসন সমঝোতার আলোচনায় মমতাকে রাখতে যে কংগ্রেস হাইকমান্ড কতটা মরিয়া তা এদিন একাধিকবার উঠে এসেছে কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্যে। বিহারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মমতাকে যে কংগ্রেসের কতটা দরকার তা আরও স্পষ্ট। এর পরও নীতীশকে জোটের 'আর্কিটেক্ট' বলে মন্তব্য করেছেন দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ। মমতা তাঁর কথায় 'কো-আর্কিটেক্ট'। জয়রাম জানিয়েছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আসন সমঝোতার যাবতীয় কথাবার্তা চালাচ্ছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

নয়ের পাতায়

আজ ইস্তফা, ফের শপথও নীতীশের

উত্তরপ্রদেশে কং-কে ১১ আসন সপার

পাটনা ও নয়াদিল্লি : রাজনৈতিক মহলের প্রত্যাশামতো মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে আজ, রবিবার ইস্তফা দিচ্ছেন জনতা দল-ইউনাইটেড সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। রবিবার সকালে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেলকে তাঁর ইস্তফাপত্র দেবেন। তার পরেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নবমবার শপথ নেবেন নীতীশ। এর মধ্যে তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিচ্ছেন একই বিধানসভায়। স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এই নজির নেই। নীতীশ এবার লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) হাত ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়বেন। ঠিক যেভাবে ২০২২ সালের ৯ আগস্ট আচমকাই বিজেপি ও ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) ছেড়ে আরজেডি, কংগ্রেস ও বামেদের সমর্থনে 'মহাগঠবন্ধন' সরকার গড়েছিলেন তিনি। ঠিক ১৭ মাস পর আবার বিচ্ছেদ এবং পুরনো শিবিরে প্রত্যাবর্তন।

নীতীশের এই শিবির পরিবর্তনে শোরগোল বিহারের রাজ্য-রাজনীতিতে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হঠাতে প্রতিরোধ-জোট গঠনের মূল উদ্যোগী নীতীশের কুমারের এই পরিবর্তনে দিশেহারা বিরোধীরাও। এদিকে, 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে কংগ্রেসের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেও, বৃহত্তর স্বার্থে উত্তরপ্রদেশে তাদের ১১টি আসন ছাড়া হবে বলে এদিন সমাজবাদী পার্টির তরফে জানানো হয়েছে। অবশ্য, দুদিন আগে দলের সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন বলেন, "কংগ্রেসের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে আলোচনা এবং যুক্ত থাকার জন্য কংগ্রেসের যে উৎসাহ দেখানো দরকার ছিল, তা অনুপস্থিত ছিল।" একদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস ও আম আদমির তরফে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক জোট নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, তারপর নীতীশের মত বদল— ইন্ডিয়া জোটে এই ফাটলের জন্য তিনি কংগ্রেসকেই দায়ী করেন। এর মধ্যেই ইন্ডিয়ার আর এক শরিক ডিএমকে-ও শনিবার একই সুরে কথা বলেছে। যাতে স্পষ্ট যে তারা কংগ্রেসের আচরণে অসন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের মন্ত্রিসভার সদস্য রাজা কানাপ্পম পুদুচেরিতে বলেন, "কংগ্রেস সম্পর্কে যতটুকু বলা যায়, তারা কেবল আসন পাওয়ার জন্য দল চালায়। তাতে কী লাভ? কঠোর পরিশ্রম করতে হবে বা মানুষের জন্য ভালো করতে হবে ভেবে দল চালায় না কংগ্রেস। তবে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে আসবে। এটা মানুষের মধ্যে কাজ করে না।"

২০২২ সালের আগস্টের শুরুর দিক। বিজেপির সঙ্গে নীতীশের বিচ্ছেদ প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে।

নয়ের পাতায়